সূচীপত্র

১.	হাদীসের সংজ্ঞা ও পরিচয়	১৯
২.	'হাদীস' শব্দের অর্থ	২০
	ঃ কুরআনের 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার, এবং হাদীসের কুরআনী ভিত্তি	২০
৩.	হাদীস ও সুন্নাত	৩০
৪.	হাদীসের বিষয়বস্তু	৩২
	ঃ হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সার্থকতা	৩৩
	ঃ হাসংজ্ঞাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ	৩৪
৫.	বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে হাদীসের প্রকারভেদ	৩৬
৬.	হাদীসে কুদসী	৪০
	ঃ কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য	৪১
৭.	সনদ ও মতন	৪৩
	ঃ হাদীসসমূহের সনদভিত্তিক বিভাগ	৪৪
	ঃ বর্ণনাকারীদের সংখ্যাভিত্তিক হাদীস বিভাগ	৪৭
৮.	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্র	৪৮
৯.	ওহী	৫০
১০.	হাদীসের উৎস	৬০
১১.	কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য	৬৬
১২.	ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব	৬৮
	ঃ 'ইত্তিবা' ও 'ইতায়াতে রাসূল'	৮২
১৩.	হাদীসের অপরিহার্যতা	৮৬
	ঃ হাদীস অমান্যকারী কাফির	৯৪
১৪.	হাদীস ও রাসূলের ইজতিহাদ	৯৬
১৫.	হাদীসের উৎপত্তি	৯৮
১৬.	হাদীস সংরক্ষণ	১০৫
	ঃ স্বাভাবিক ব্যবস্থা	১০৭
	ঃ আরব জাতির স্মরণশক্তি	১০৭
১৭.	হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য রাসূলের নির্দেশ	১১৫
১৮.	পারস্পরিক হাদীস পর্যালোচনা ও শিক্ষাদান	১২৪
১৯.	হাদীসের বাস্তব অনুসরণ	১২৯
২০.	ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন	১৩৪
২১.	সাহাবীদের হাদীস প্রচার ও শিক্ষাদান	১৩৯

২২. হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা ১৫১
২৩. হাদীস লিখন ১৫৭
২৪. নবী (স) কর্তৃক লিখিত সম্পদ ১৬৫
২৫. সাহাবীদের লিখিত হাদীস সম্পদ ১৮০
২৬. হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের শ্রেণীবিভাগ ১৯৫
ঃ প্রথম ভাগ ১৯৭
ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ১৯৮
ঃ হযরত আয়েশা (রা) ২০৫
ঃ হযরত আনাস (রা) ২০৫
ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ২০৬
ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ২০৭
ঃ হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) ২০৭
ঃ দ্বিতীয় ভাগ ২০৮
ঃ তৃতীয় ভাগ ২১০
ঃ চতুর্থ ভাগ ২১৯
ঃ পঞ্চম ভাগ ২১৯
২৭. হাদীস বর্ণনায় সংখ্যাপার্থক্যের কারণ ২২১
২৮. তাবেয়ীদের হাদীস সাধনা ২২৪
ক) হাদীস মুখস্তকরণ ২২৭
খ) হাদীস লিখন ২৩১
আহলি বায়াত-এর হাদীস সংকলন ২৩৫
২৯. কয়েকজন প্রখ্যাত তাবেয়ী 'মুহাদ্দিস ২৩৬
ঃ ইবনে শিহাব জুহরী ২৩৭
ঃ ইকরামা মওলা ইবনে আব্বাস ২৩৮
ঃ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ২৩৮
ঃ ইবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ২৩৯
ঃ উরওয়া ইবনুয যুবায়র ২৩৯
ঃ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ২৪০
ঃ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ২৪০
ঃ আতা ইবনে আবূ বিরাহ ২৪১
ঃ ইবরাহীম নাখয়ী ২৪১
ঃ হাসান আল-বসরী ২৪২
ঃ ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ২৪২
৩০. হাদীস লিখনে উৎসাহ দান ২৪৪
ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীয ২৪৫
ঃ ইমাম মকহুল ২৪৬
ঃ ইমাম শা'বী ২৪৭

৩১. হাদীস সংগ্রহের অভিযান ২৪৮
ক) সাহাবীদের যুগ ২৪৯
খ) তাবেয়ীদের যুগ ২৫৬
গ) তাবে 'তাবেয়ীদের যুগ ২৬১
ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ২৬২
ঃ হাদীস গ্রহণে ইমাম আবূ হানীফার শর্ত ২৭০
ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) ২৭১
ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ২৭৪
ঃ ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (র) ২৭৫
ঃ ইমাম আওযায়ী (র) ২৭৬
ঃ ইমাম ইবনে জুরাইজ ২৭৭
ঃ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ২৭৭
ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ২৭৮
ঃ ইমাম শু'বা ২৭৯
ঃ ইমাম লাইস ইবনে সায়াদ (র) ২৮০
ঃ ইমাম সুফিয়ান সওরী (র) ২৮০
৩২. হাদীসগ্রন্থ সংকলন ২৮৭
৩৩. খুলাফায়ে রাশেদুন ও হাদীস গ্রন্থ সংকলন ২৯০
ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীস (র) ২৯০
ঃ হযরত ইমর ফারূক (রা) ২৯৬
ঃ হযরত ইসমান (রা) ২৯৯
ঃ হযরত আলী (রা) ৩০০
ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা) ও হাদীস সংকলন ৩০১
৩৪. হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলন ৩১০
ঃ কিতাবুল আ'সার ৩১০
ঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ৩১৩
ঃ জামে সুফিয়ান সওরী ৩১৯
৩৫. হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস চর্চা ৩২৫
৩৬. তৃতীয় শতকের হাদীস সমৃদ্ধ শহর ৩২৯
ঃ মদীনা ৩২৯
ঃ মক্কা ৩৩১
ঃ কূফা ৩৩২
ঃ বসরা ৩৩৫
ঃ বাগদাদ ৩৩৮
ঃ দামেশক ৩৩৯
ঃ আফ্রিকায় হাদীস চর্চা ৩৪০
ঃ মিসর ৩৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদীসের সংজ্ঞা ও পরিচয়

কুরআন ও হাদীস ইসলামী জীবন-বিধানের মূল ভিত্তি। কুরআন যেখানে জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি পেশ করে, সেখানে হাদীস হইতে লাভ করা যায় খুঁটিনাটি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও কুরআনী মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস উহার বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন অবাস্তব, হাদীসকে অগ্রাহ্য করিলে কুরআনও তেমনি অর্থহীন হইয়া যায়। কুরআনকে বলা যায় ইসলামের বিরাট বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড; হাদীস উহার শাখা ও প্রশাখা। শাখা-প্রশাখাহীন কাণ্ড ও মূল নিষ্ফল আবর্জনা মাত্র। কুরআন যেন ইসলামের জীবন প্রাসাদের পরিকল্পিত চিত্র— ব্লু-প্রিন্ট। সে অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদই হইল 'হাদীস'। প্রাসাদ রচনার পরিকল্পনাসহ ইঞ্জিনিয়ার (রাসূল) প্রেরণের নিয়ম আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল হওয়ার প্রথম দিন হইতেই কার্যকর। কালের যে-কোন স্তরে, পরিবর্তিত অবস্থার যে-কোন পর্যায়ে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাসাদ রচনায় ইঞ্জিনিয়ারের (রাসূলের) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বাস্তব কর্মের নির্দেশ, পরামর্শ ও উপদেশকে কখনই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সহিত সংযুক্ত ধমনী। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এ ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করিয়া উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় করিয়া রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে উহা পেশ করে কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁহার কথা ও কাজ, হেদায়েত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এই কারণে ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআন মজীদের পরে পরেই এবং কুরআনের সঙ্গে সঙ্গেই হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন রাসূলের আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে হাদীসকে বাদ দিয়া কুরআন অনুযায়ী আমল করা অসম্ভব। বস্তুত হাদীস ও হাদীস-জ্ঞান ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে এক অমূল্য ও অপরিহার্য সম্পদ। এই পর্যায়ের প্রাথমিক আলোচনা হিসাবে এখানে আমরা হাদীসের সংজ্ঞা, পরিচয় এবং উহার প্রকার ও ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করিব।

কুরআনে 'হাদীস' শব্দের ব্যবহার এবং হাদীসের কুরআনী ভিত্তি

'হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখিয়াছেনঃ

اَلْحَدِيْثُ: وَالْحُدُوْثُ كَوْنُ الشَّيْئِ بَعْدَ اَنْ لَّمْ تَكُنْ عِرْضًا كَانَ اَوْجَوْ هَرًا وَكُلَّ كَلَامٍ يَبْلُغُ الْاِنْسَانَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ اَوِ الْوَحِيْ فِيْ يَقْظَتِهٖ اَوْ مَنَامِهٖ يُقَالُ لَهٗ حَدِيْثٌ-

'হাদীস' আর 'হুদুস' বলিতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তাহা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা পৌছায়, তাহাকেই হাদীস বলা হয়।

অন্যত্র লিখিয়াছেনঃ

شَئٌى يُلْقٰى فِىْ رَوْعِ اَحَدٍ مِنْ جِهَةِ الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى-

উচ্চতর জগত হইতে একজনের অন্তর্লোকে যাহা কিছু উদ্রিক্ত হয় তাহাই হাদীস।[১]

স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে কুরআন মজীদে 'হাদীস' বলা হইয়াছে। কুরআনে হযরত ইউসুফের জবানীতে বলা হইয়াছেঃ

وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ –

স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়াছ।[২]

ইমাম রাগেব এই আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ

اَىْ مَا يُحَدَّثُ بِهٖ الْاِ نْسَانَ فِىْ نَوْمِهٖ-

অর্থাৎ লোককে স্বপ্নযোগে যে সব কথা বলা হয়।[৩]

---

১. مفردات راغب اصفهانى صفحه- ١٠٨
২. সূরা ইউসূফ, ১০১ আয়াত।
৩. مفردات راغب صفح-١٠٨